ভাষা ও সংস্কৃতির অসীম অহংকার

একুশ

পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper from West Coast

Ekush - 2wenty One
(Bengali Community Newspaper)

প্রকাশক ও
প্রধান সম্পাদক
জাহান হাসান

সম্পাদক
কাজী মশহুরুল হুদা

সহযোগী সম্পাদক
শিরীন আক্তার

নিয়মিত অংশদাতা
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
মামুন রিয়াজী
আরা আহমেদ
কাজী রহমান
এস, এম হোসেন বাবু
মমতাজ শহীদ
ড. কাজী নাসির উদ্দীন

কার্টুনিষ্ট
মামুন রিয়াজী (মারি)

Publisher & Editor in Chief
Jahan Hassan
(818) 941 3876
Publisher@Ekush.info

Editor
Quazi Moshurul Huda
(213) 842-7308
Editor@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter

CONTRIBUTING EDITORS
Hamida Akhter (Prof.)
Mamun Reazi (MARI)
Ara Ahmed
Kazi Rahman
S.M. Hossain Babu
Mamtaz Shahid
Dr. Qazi Nasir Uddin

CARTOONIST
Mamun Reazi (MARI)

OFFICE :
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028, USA

Phone: (818) 941 3876
Phone: (323) 462 9300
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

একুশ পদক যুক্তরাষ্ট্র

পশ্চিমা রাজ্যগুলিতে এবারের একুশ পুরস্কার

একুশ রিপোর্ট

প্রতিবারের মতো এবারও একুশ মিডিয়া উত্তর আমেরিকায় একুশ পদক যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৮ ঘোষণা করেছে। একুশ পদক যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ্য ব্যক্তিদেরকে সম্মান এবং স্বীকৃতি জানায়। একুশ পদক তাদেরকেই দেওয়া হচ্ছে যারা প্রবাসে স্বদেশ, কমিউনিটি এবং এ দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। অন্য বছরগুলির মতো এ বছরও একুশ ঘোষণা করছে ২০০৭ এ বিভিন্ন বিষয়ে অসামান্য অবদানের জন্য সম্মামনা পুরস্কার। এবারের পদকে ইউএস ওয়েষ্টার্ণ রিজিয়ন এর রাজ্যগুলিকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

এবার যারা একুশ পদক পেলেন, তারা হচ্ছেন (বাম থেকে ডানে) ঃ

ডঃ কালী প্রদীপ রায় চৌধুরী (সান্ডিয়াগো) - পৃষ্ঠপোষকতা (patron)
ডাঃ কামাল হোসেন (নেভাডা) - সমন্বয় (coordination)
সেলিমা আকতার (এটিএন বাংলা) - প্রচার (publicity)
ডঃ মাহবুব খান (বাংলাদেশ প্যারেড) - সংগঠন (organization)
শিউলী মিজান (বাংলাদেশ সেন্টার) - সম্মিলন (teamwork)

প্রায় শতাধিক সক্রিয় সমাজসেবীদের প্রাথমিক তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। এরা সবাই পশ্চিমা রাজ্যগুলির রেসিডেন্ট এবং প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। একুশ-এর মনোনীত বাছাই তালিকায় সার্বিক বিবেচনায় এ নামগুলি উঠে আসলে একুশ তা আনন্দের সাথে যাচাই-বাছাই করেছে।

গত বছরের ক্যাটাগরি সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় এ বছর তা ছেঁটে কেটে ছোট করা হয়েছে। যাদের অবদানের কথা উল্লেখ না করলেই নয় এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হয়েছে এবারের পুরস্কার প্রদানে। পুরস্কার প্রাপ্তদের জন্য রইলো আন্তরিক অভিনন্দন। এ সূত্রে উত্তর আমেরিকার সকল প্রবাসীরা আগামীর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল প্রবাসী উপরোক্ত উদ্দেশ্যের আওতাভুক্ত, সে সকল ব্যক্তিবর্গদের নাম, কর্মধারার বর্ণনা সহকারে একুশ পদক কমিটির কাছে যদি প্রেরণ করেন, তবে তা কমিটি বিবেচনাধীনে রাখবে।

মতামত - সম্পাদক দায়ী নয়

একুশের সাহিত্য পাতা ও সম্পাদকের স্বীকারোক্তি

গত সংখ্যার একুশ পত্রিকায় একুশের এডিটর ইন চীফ জনাব জাহান হাসান একুশের নিয়মিত লেখক, লেখিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিশেষ করে একুশের সাহিত্য পাতা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একটি পত্রিকায় সব ধরণের পাতা থাকে এবং বিচিত্র রকমের পাঠকও থাকে। পাঠকের কথা বিবেচনা করেই সম্পাদককে বিভিন্ন লেখা ছাপাতে হয়। সম্পাদকরা এমন লেখাও ছেপে থাকেন যা তিনি বা তারা নিজেও পছন্দ করেন না। যেমন ধরা যাক, পত্রিকার সম্পাদক যদি পুরুষ হন তবে মহিলাদের চুলের বেণী কেমন হবে সে ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকার কথা নয় কিন্তু তিনি জানেন মহিলাদের বিশেষ করে যুবতীদের এ ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে। অনুরূপ কোন পত্রিকার সম্পাদিকা যদি মহিলা হন তবে পুরুষের চুলের কাটিং কেমন হবে সে ব্যাপারে তার আগ্রহ না থাকারই কথা। তথাপি তিনি পুরুষদের জন্য সে সব লেখা ছাপেন। সকল শ্রেণীর পাঠকের চাহিদা মেটাতে সম্পাদকরা যেন এক ধরণের দায়বদ্ধ।

একুশ পত্রিকার সম্পাদক স্বীকার করেছেন যে, সাহিত্য পাতাটি পত্রিকার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আনন্দিত হচ্ছি, কেননা আমাদের মতো নবীন লেখকদের লেখা সম্পাদকের হাত হয়েই সম্মানিত পাঠকদের হাতে পৌঁছে। কোন লেখা, কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা সম্পাদকই অবগত হতে পারেন। একজন তরুণ লেখক হিসেবে আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি যে সুহৃদ পাঠকরা আমাদের লেখা গ্রহণ করছে।

সকলে সাহিত্যানুরাগী নন সে কথা সত্য, কেউ কেউ সাহিত্যানুরাগী হলেই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। সম্পাদকরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক হলেই আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো। চাইলে একটি কবিতা বা গল্প লিখতে পারি কিন্তু চাইলেই হাজার হাজার লোকের কাছে পৌঁছাতে পারি না। সম্পাদকরাই সে মহান দায়িত্বটি পালন করে থাকেন। একুশ পত্রিকার মাধ্যমে শুধু লেখক নয় পাঠকও যে তৈরী হচ্ছে সে সংবাদ আমাকে প্রচন্ড আশান্বিত করেছে। একুশের মাধ্যমে পাঠকদের সাথে আমাদের সেতু বন্ধন রচিত হচ্ছে যা আমার মতো যে কোন তরুণ লেখককে পুলকিত করবে এবং নতুন নতুন লেখায় মনোযোগী হতে উৎসাহিত করবে।

লেখার মান নির্ণয় করা খুব দুরুহ কাজ। আজকের একটি লেখা হয়তো আজকেই কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। সর্বকালীন একটি লেখার আবেদন কখনোই ফুরিয়ে যায় না। লেখক চলে গেলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসে নতুন পাঠক। সৃজনশীল সাহিত্য কখনো পুরোনো হয় না। আমরা কি এখনো শত বছর আগের রচিত সাহিত্য পাঠ করছি না ? সাহিত্যের মননশীলতা যে কোন একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হতে সাহায্য করে। সাহিত্য কথা বলে হৃদয়ের সাথে। কড়া নাড়ে একান্ত আপন সত্বায়। মনের দুয়ার খুলে ধরে অবারিত করে। সাহিত্য শুধু কথার ফানুস নয়। মৌলিক সাহিত্যের অবদান মানব জীবনে অপরিসীম। সম্পাদকের সে উপলব্ধি এবং সরল স্বীকারোক্তি প্রবাসের সৃজনশীল সাহিত্যকে এক ধাপ এগিয়ে নিলো।

একজন লেখকের চেয়ে নিরীহ প্রাণী সমাজে আর দ্বিতীয়টি নেই। সমাজের প্রভাবশালী ও বিত্তশালীরা যদি তাদের একটু পৃষ্ঠপোষকতা করেন তবে এই নিরীহ প্রাণীকূল একটু স্বস্তি পায়। টাকার অংকে কোন শিল্পকর্মের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। আবার সে টাকা না হলে কোন লোকেরই জীবন চলে না। এমন কি লেখকের জীবনও চলে না। তাই সমাজের বিত্তবানরা যদি সৃজনশীল দ্রব্য ক্রয়ে সামান্য মনোযোগী হন, তাহলে নিরীহ প্রাণিকূল অর্থ সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ প্রসারিত হতে পারে।

লেখকরা সমাজের বাইরের কেউ নন। একজন লেখক সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, পাঠকের সে রকম দায়বদ্ধতা নাই। লেখকের কাজ সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর পাঠকের কাজ সৃজনশীল লেখা পাঠ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। একটি মাত্র ভালো লেখাই একজন মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই হাজার বছরের চর্যাপদ থেকে আজ পর্যন্ত মননশীল সাহিত্য মানুষের কাছে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। জগৎ সংসারকে তৃতীয় নয়নে যারা দেখতে চান তারাই সাহিত্যানুরাগী হয়ে থাকেন।

একুশের সম্পাদক দীর্ঘজীবি হোন আর একুশ হোক লেখক ও পাঠকের সেতু বন্ধন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
লস এঞ্জেলেস

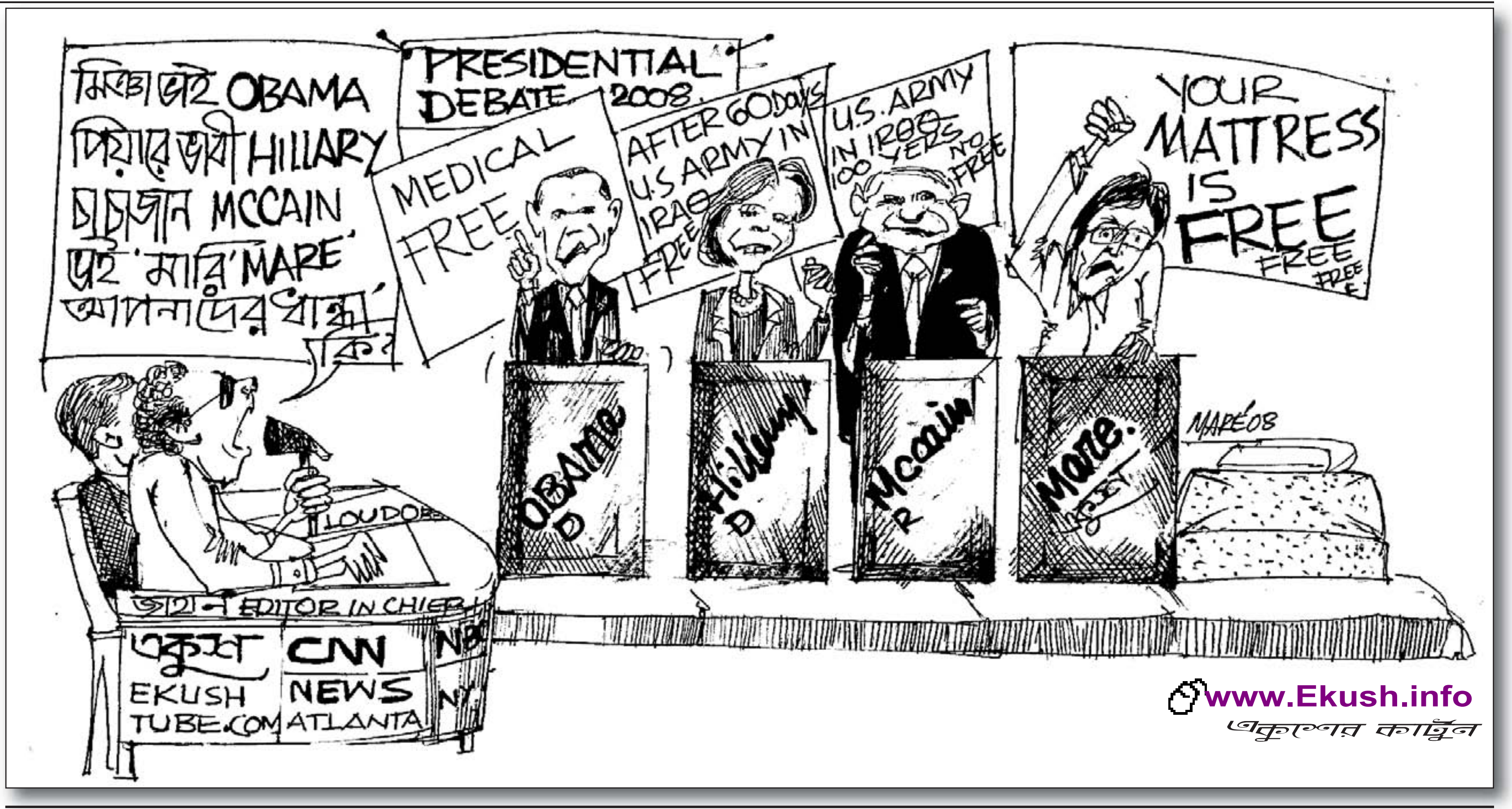

আরকার কলাম

প্রতারিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা, নাকি আগে ভাগেই সতর্কতা ?

আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান ও সচেতনতা দিয়ে ''চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'' ধরণের খনার বচন উল্টে দিন। প্রায় অসহায় অবস্থায় পড়বার আগেই যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বনের কারণে দেশব্যাপী পরিচয় প্রতারণার হার কিছুটা কমেছে। নামকরা কয়েকটি গবেষণা ও পরিসংখ্যান কোম্পানীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছর প্রতারণার শিকার হয়েছে প্রায় ৮১ লক্ষ আমেরিকান। গত বছর এ সংখ্যা ছিলো ৮৪ লক্ষ। তবে ক্যালিফোর্ণিয়া, ইলিনয়, আইডাহো, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া এবং ডেলওয়ারের মতো ঘন বসতিপূর্ণ জায়গাগুলিতে পরিচয় প্রতারণা বা Identity Theft এর ঘটনা বেড়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে পূর্ব সতর্কতামূলক (Proactive) ব্যবস্থা, প্রতিক্রিয়ামূলক (Reactive) ব্যবস্থার চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে ভালো। তাই বিব্রতকর ও অসহায় ঐ অবস্থাকে মোকাবেলা কিভাবে করবেন আর ঐ প্রতারণার শিকার হলে কি করবেন তা নিয়েই এ লেখাটি।

তবে জেনে রাখুন বিভিন্ন কারণ এবং সময়ে দেওয়া ব্যক্তিগত বিবরণসমূহ চুরি, ছিনতাই ও অসাবধানতাবশত যত্রতত্র ফেলে রাখার কারণে কিংবা হারিয়ে ফেলার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ইউএসএ টুডে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো যে, ২০০৭-এর শেষ নাগাদ প্রায় ৯ মিলিয়ন আমেরিকান আইডেন্টিটি থেফট বা পরিচয় চুরির শিকার হবে। গড়ে এদের প্রত্যেকের ক্ষতি প্রায় ৬৩৮৩ ডলারের মতো। নামকরা সার্ভে কোম্পানি Jevelin Strategy and Research তার ২০০৬ Identity Fraud Survey Report-এ বলেছিলো এ বছর পরিচয় জালিয়াতির কারণে বিলিয়ন ডলার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে যা কিনা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে। চুরি যাওয়া মেইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিছু কিনবার সময় অসাবধানতা কিংবা কোনো কম্পিউটারে হ্যাকিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিবরণ যতো না চুরি হয তারচেয়ে অনেক বেশি চুরি হয় হারিয়ে যাওয়া মানিব্যাগ, পার্স বা ওয়ালেট আর চেকবই ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি থেকে। শতকরা প্রায় ৩০ ভাগই এইভাবে অসাধু ক্ষতিকর ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। সুতরাং সচেতন হোন যাতে আপনি পরিচয় প্রতারণার শিকার না হন। নিচের কয়েকটি পদ্ধতি সম্ভবত বেশ কাজের। চেষ্টা করলে প্রতারণার ঝুঁকি কমানো যেতে পারে : ব্যক্তিগত বিরবণ গোপণীয় রাখুন : সহকর্মী, প্রতিবেশী, গৃহ কর্মচারী, বন্ধু, আত্মীয় ইত্যাদি সম্পর্কের মানুষজনের কাছে ব্যক্তিগত বিবরণমূলক যে কোনো কাগজপত্র উন্মুক্ত রাখবেন না। আড়ালে রাখুন, বাক্সবন্দী রাখুন। ব্যক্তিগত বিবরণমূলক যেকোনো কাগজ ফেলার আগে কুঁচি কুঁচি করুন অথবা Shreder ব্যবহার করুন।

আপনার ক্রেডিট রিপোর্টের কপি জোগাড় করুন :
Equitax, Experion এবং Trans Union এই তিনটি ক্রেডিট ব্যুরো প্রতি বছর আপনাকে অন্ততত একবার ফ্রি ক্রেডিট রিপোর্ট দিতে আইনত বাধ্য। মনে রাখবেন এটি চাইবেন ক্রেডিট রিপোর্ট দেখবার জন্য; এখানে ক্রেডিট স্কোর দেখা জরুরি নয়। AnualCreditReport.com-এ গেলেই বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। ক্রেডিট স্কোর myFICO-তে দেখা যাবে। ক্রেডিট রিপোর্টটি দেখুন। যাচাই করুন সব-কটি আপনার একাউন্ট কিনা। সন্দেহজনক কিছু পেলে প্রতিবাদ করতে হবে।

বিভিন্ন State-এ Credit Freeze করার আইন রয়েছে : এতে সুবিধা হলো যে এটি ব্যবহার করে আপনি একটি ব্লকেড বা নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন যাতে করে কেউই আপনার ক্রেডিট দেখতে বা যাচাই করতে না পারে। এই ব্লকেডটি কিন্তু আপনার ইচ্ছামতো আবার স্বল্প সময়ের জন্য তুলেও ফেলা যায়। যদি আপনি কোথাও কাউকে আপনার ক্রেডিট চেক করতে অনুমতি দেন তখন এই ব্লকেড কিছু সময়ের জন্য তুলে নিলেই চলবে। State-এ এই আইন আছে কিনা এবং খরচ কতো, বিস্তারিত জানতে Financialprivancynow.org এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিয়মিত ব্যাংক স্টেটমেন্ট চেক করুন:
প্রতি সপ্তাহে ব্যাংক একাউন্টের অবস্থা জানুন। উদ্ভট কোনো Transaction থাকলে অবিলম্বে প্রতিবাদসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নিন। সারা মাস স্টেটমেন্টের অপেক্ষায় থাকবেন না। এতে কিছু বুঝবার আগেই সমূহ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অনলাইন Statement-এর কথা ভাবতে পারেন। তবে পাবলিক কম্পিউটার ব্যবহার না করাই উচিত।

কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ান :
যদিও কম্পিউটারের মাধ্যমেই সবচেয়ে কম প্রতারণা হয় তবু সাবধানের মার নেই। ঘন ঘন পাসওয়ার্ড বদল করুন। ভাইরাস পরিষ্কার করতে আলসেমী করবেন না। সন্দেহজনক ও প্রতারণামূলক ই-মেইল থেকে সতর্ক থাকুন। যে কেউ চাইলেই আপনার সোস্যাল কিংবা আইডি নম্বর, জন্ম তারিখ ইত্যাদি দেবেন না। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিঙেও আজকাল হ্যাকিং হচ্ছে।

ডিলিটেড ডাটা ডিলিট নিশ্চত করুন :
PDA Palm Treo বা Black Berry জাতীয়Smart phone গুলির ডাটা মুছে ফেললেও তা ফোনে রয়েই যায়। Owners Manual দেখে এই ডাটা একেবারে Root থেকে না মুছে ফেললে তা Smart Hacker-এর হাতে পড়তেই পারে। WirelessRecycling.com এ ব্যাপারে একটি ভালো ওয়েবসাইট।

প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমনটি নিশ্চিত হলে কি করবেন ?
সর্বপ্রথম যে কাজটি অতি জরুরী বলে মনে করা হয় তা হলো ফ্রড এলার্ট (Fraud Alert)। নীচের তিনটি ক্রেডিট ব্যুরোর যে কোন একটিকে ফোন করে বলুন যে আপনি আইডেন্টিটি ফ্রড-এর শিকার এবং আপনি ফ্রড এলার্ট জারী করতে চান। এদের নাম্বার হলো ঃ
ইকুই ফ্যাক্স (EquiFax) ঃ ১ -৮৮৮ -৭৬৬ -০০০৮ এক্সপেরিয়ান (Experian) ঃ ১ -৮৮৮ -৩৯৭ -৩৭৪২ ট্রান্সইউনিয়ন (Transunion) ঃ ১ -৮০০ -৬৮০ -৭২৮৯

ফ্রড এলার্ট ৩ মাসের জন্য ফ্রি। এরপর ফ্রি ও আর্জেন্ট রিপোর্টের জন্য অনুরোধ করুন। সেটি হাতে পেলেই সুনির্দিষ্টভাবে দেখা যাবে কোন কোন একাউন্ট ভূয়া। ইতিমধ্যে স্থানীয় পুলিশে ডাইরি করুন। (এলএপিডি ফ্রড এলার্ট হটলাইন ২১৩ ৪৮৫ ৪১৩৭) ফ্রড এলার্টের পর এবার ক্রেডিট ফ্রিজ এর অনুরোধ করুন। ভূয়া একাউন্ট যে সব কোম্পানী খুলেছে তাদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ও এফিডেভিট পাঠাতে বলুন এবং তা দ্রুত পূরণ করে পাঠিয়ে দিন। সরকারী সাহায্য ও গাইডেন্স নিন।

Federal Trade Commission (www.ftc.gov) অথবা California Department of Consumer Affairs (www.privacy.ca.gov) এর ওয়েবসাইটে গিয়ে সাহায্য নিন। এরা বিস্তারিতভাবে সব কটি পর্যায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে নিজ স্বার্থে নিজে যদি সতর্ক না থাকেন তাহলে একটি অনভিপ্রেত, ব্যয়বহুল, ঝামেলাযুক্ত এবং অশান্তিপূর্ণ বিষয় হয়তো বা আজীবন আপনার অপ্রিয় সঙ্গী হবে। কেউ ব্যক্তিগত বিবরণ চাইলে জিজ্ঞেস করুন সেটি না দিলে কি অসুবিধা হবে। কতো কম বিবরণে কাজ হবে? কতোটুকু না দিলেই নয় এবং কেন নয়? নিরাপদ থাকুন -- নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখুন।

সতর্ক থাকুন- ভালো থাকুন।

কাজী রহমান ক্যালিফোর্ণিয়া।

ডাকটিকেট প্রকাশের সংবাদে প্রবাসীদের প্রতিক্রিয়া

এম হোসেন বাবু, লস এঞ্জেলেস

বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকায় জ্যাজেল ডট কম (www.zazzle.com) ওয়েব সাইড থেকে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্যুভেনিয়ার টিকিটে শহীদ মিনারের ছবি ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর ডাকটিকেট প্রকাশের মত সংবাদে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্যুভেনিয়ার ডাকটিকেটকে কেন্দ্র করে কৃত্রিমভাবে জাতীয় সম্মান লাভের আশায় কৌশল প্রয়োগ করে, তাদের কার্যক্রম যথার্থভাবে বিবেচনা না করে কিভাবে জাতীয় সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় তা প্রবাসীদের বোধগম্য নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। উক্ত টিকেট যে কেউ অনলাইন থেকে ক্রয় করতে পারবেন। ৪১ সেন্টের ডাকটিকেটের মূল্য পড়বে ৯৬ সেন্ট অনলাইনে। জ্যাজেল ডট কম/ ওসমানীতে ক্লিক করলেই শহীদ মিনারের উপর নির্মিত টিকেট দেখতে পাবেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ওয়েব সাইড একটি ডাকটিকেট ভেন্ডার। শুধু মাত্র অনলাইনে এ ধরণের টিকেট ক্রয় করা যায় যা উক্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ পোস্টাল বিভাগ থেকে ক্রয় করে এবং যে কেউ যে কোন ছবি বসিয়ে তাদের কাছ থেকে তা ক্রয় করতে পারে। যার দরুণ এই সকল স্যুভেনিয়ার টিকেট দ্বিগুণেরও অধিক দামে ক্রয় করতে হয়। এমনিভাবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের উপর অপর আর একজন টিকেট তৈরী করেছেন (দেখার জন্য ক্লিক করুন - জ্যাজেল ডট কম/ খুশি khusi) ।

এমনিভাবে যে কেউ উক্ত ওয়েব সাইডে গিয়ে ব্যক্তিগত টিকেট বানাতে পারবেন এবং বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে উক্ত সাইডে গিয়ে টিকেট ক্রয় করতে পারেন। এধরণের ঘটনাকে নিয়ে জাতীয়ভাবে ফলাও করা অযৌক্তিক এবং অপরাধ বলে উল্লেখ করেছে লস এঞ্জেলেস প্রবাসী। এ জাতীয় টিকেটের সাথে ডাক বিভাগের টিকেটের পার্থক্য হলো স্যুভেনিয়ার টিকেটে ওয়েব সাইডের নাম উল্লেখ করা থাকে এবং মূল্যের ডিজিটাল মার্ক থাকে যা ডাক বিভাগের টিকেটে থাকে না।

এই প্রকাশনার সাথে ডাক বিভাগের ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্র নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ে ডাক বিভাগের নাম ব্যবহার করা ফরজারী পর্যায়ে পড়ে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন। কারণ পরিবেশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে পোস্টমাস্টার জেনারেলের উদ্ধৃতি এবং বলা হয়েছে আগামী বছর থেকে উক্ত ডাকটিকেট পোস্ট অফিস থেকে পাওয়া যাবে। পরিবেশিত সংবাদ সম্পূর্ণভাবে অসত্য, শুধু তাই নয় ভয়েজ অব আমেরিকার বাংলা বিভাগ জনাব সাইফুর রহমান ওসমানীর সাক্ষাৎকার প্রচার করে (ওসমানী ভোয়া বাংলা বিভাগের লসএঞ্জেলেস প্রতিনিধি) এবং ভিওএ নিউজস ডট কম/ বাংলা সাইডে এই ভুল তথ্য প্রকাশ করেছে। প্রবাসীবৃন্দ ভুল তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে যে সকল এজেন্ট ও পত্র-পত্রিকা খবরটি ছাপিয়েছে তাদের প্রতি তীব্রভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করে।

উত্তরণ সংগীত একাডেমী বন্ধ ঘোষণা

গত ১৮ জানুয়ারী, ২০০৮ সন্ধ্যায় উত্তরণ সংগীত একাডেমী লস এঞ্জেলেসে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কার্যকরী পরিষদের এক জরুরী সভায় সভাপতি ডাঃ আবুল হাসেম এবং কিছু সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে একাডেমী বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে সভার মাধ্যমে এভাবে একটি কমিউনিটি সংগঠন যা বাংলাদেশ কমিউনিটির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাংলা সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেবার সোপান হিসাবে কাজ করছিলো, সেটাকে বন্ধ ঘোষণা করলেও এটা সভাপতি ডাঃ আবুল হাসেম সহ কিছু সংখ্যক সদস্যের মূলতঃ প্ররোচনা ছিলো। তাদের দৃষ্টিতে উত্তরণ সংগীত একাডেমী সম্ভবত উত্তরণ শিল্পী গোষ্ঠীর অগ্রযাত্রার একটি অন্তরায় বা বাধাদলক হিসাবে কাজ করছিলো। বিশেষতঃ সভাপতি ডাঃ আবুল হাসেম এর একক নেতৃত্বের অন্তরায় হিসাবে একাডেমীর কার্যকরী পরিষদের কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্ত কাজ করছিলো।

উত্তরণ সংগীত একাডেমী উত্তরণ শিল্পী গোষ্ঠীর একটি শাখা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষিত হলেও মূলতঃ উত্তরণ শিল্পী গোষ্ঠীর নিজেরই কোন পরিচয় নেই। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০০৪ সালে লস এঞ্জেলেসের কয়েকটি পারিবারিক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হলেও ডাঃ আবুল হাসেমের একক সিদ্ধান্ত এবং অসহনশীলতা সহ বিভিন্ন কারণে ক্রমে এর সদস্যবৃন্দ উত্তরণ শিল্পী গোষ্ঠী ছেড়ে অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে এক বছর ধরে ডাঃ আবুল হাসেম তার একক সিদ্ধান্তে উত্তরণ শিল্পী গোষ্ঠী চালিয়ে আসছিলেন এই সংগঠনটির কোন কার্যকরী কমিটি বা আহ্বায়ক কমিটি নেই অথবা কোন ব্যাংক একাউন্ট বা কোন স্টেট আইডি বা কাউন্টির কোন পরিচয়েই এটি পরিচিত নয়। উত্তরণের মালিক হিসাবে খ্যাত ডাঃ আবুল কাসেম নিজের ইচ্ছা মত চালিয়ে আসছিলেন।

অন্যদিকে উত্তরণ সংগীত একাডেমী সালে সংগঠিত হলেও এই সংগঠনটি একটি কার্যকরী কমিটি, ব্যাংক একাউন্ট এবং স্টেট আইডি সহ অত্যন্ত উচ্চ মানের শিক্ষক/ শিক্ষিকা মন্ডলী সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। অল্প কিছু দিনের মধ্যে এই একাডেমী লস এঞ্জেলেসের একটি নন প্রফিট সংগঠন হিসাবে অনুমতি পাবার অপেক্ষায় ছিল।

উত্তরণ সংগীত একাডেমী তার কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ডাঃ আবুল হাসেমের নেতৃত্বের জন্য ঝুঁকিসহ বিশেষ অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হওয়ায় তিনি কিছু সদস্যের সঙ্গে প্ররোচনা করে একাডেমী বন্ধ করে দেন।

এরূপ একটি একাডেমী সংগঠনকে নিজের স্বার্থ এবং নিজের শক্তির প্রয়োগে অন্তরায় হিসাবে নিয়ে বন্ধ করে দিয়ে লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশী কমিউনিটির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরণে বাধা সৃষ্টি শুধু হীনমন্যতাই নয় এটা সম্পূর্ণ কমিউনিটির বাংলা সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে বাধাস্বরূপ।

আমরা লস এঞ্জেলেস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির উত্তরোত্তর অগ্রগতির একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে এ ধরণের স্বার্থপর কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কমিউনিটির অগ্রগতিতে বাধা দলক হিসাবে এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য কমিউনিটির সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনীত
বাংলাদেশ কমিউনিটির শুভাকাংখী ,
মেজর (অব:) কুতুবী
উত্তরণ সংগীত একাডেমীর প্রাক্তন কর্মকর্তা

মতামত । Opinion

প্রসংগ ঃ সম্মিলিত রহস্য

গত সপ্তাহে দেশিতে গেলাম টুকটাক কিছু বাজার করতে। দেশিতে ঢোকার আগে দরজার পাশে চোখ রাখি কোন অনুষ্ঠান আছে কিনা। পোস্টারগুলো দেয়ালে লাগানো থাকে। এবারও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। চোখ রাখতে নজরে পড়লো সম্মিলিত শব্দটা। এই মাসে যতগুলো অনুষ্ঠান আছে সবগুলোতে দেখলাম সম্মিলিত শব্দটা আছে। আয়োজনে সম্মিলিত অমুক। কথাগুলো আমার বোধগম্য হলো না যার কারণে লেখাটি লেখা। ২১ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান হবে সম্মিলিত। বিগত বছরগুলোতে লস এঞ্জেলেসবাসী সম্মিলিতভাবে কোন অনুষ্ঠান করেছে বলে আমার ১৭ বছরে চোখে পড়ছে না। এমন কি 'বালা' নিয়ে এক হতে না পেরে কোর্ট পর্যন্ত গড়ালো তবু ফয়সালা হয়নি।

সেই বালার পুনর্গঠন নিয়ে পত্র পত্রিকায় সভা, মিটিং কম তো চোখে পড়ে না। এছাড়া বড় দু'টি রাজনৈতিক দল এক হতে না পেরে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত। সব সময় দেখি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বিজয় মেলা, ২১ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান গ্রুপগুলো আলাদা আলাদাভাবে করেছে। আমরা সাধারণ জনগণও গিনিপিগ যেভাবে গিলায় সেভাবে গিলছি।

বিষয়টা মাথার মধ্যে বেশ তালগোল পেকে যাচ্ছে। বাজার শেষ করে পকেটে সম্মিলিত এর ২/৩টা ফ্লাইয়ার ভরে ভ্যালির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ড্রাইভ করতে করতে আমার স্ত্রীর সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলাম। আমার স্ত্রী বলে কিনা 'দেখো একই লোকজন বিভিন্ন প্রোগ্রাম করার সুযোগ নেয়ার জন্য সম্মিলিত শব্দটা হয়তো ব্যবহার করছে, নয়তোবা এর ভিতরে অন্য কোন রহস্য আছে'। কথাগুলো শুনে মনে মনে হাসলাম। হতেও পারে। এই ১৭ বছর লস এঞ্জেলেসেতো কম কিছু দেখলাম না। আর নতুন কি ?

- ইসলাম, ভ্যান নাইস।

বর্ষা তোমাকে বলছি

অরুণাভ সুমন

বর্ষা, আমি এখন তোমার শহরে।
খুব অবাক হচ্ছো, তাই না ?
না, তোমার খোঁজে আসিনি, সেই ভাগ্য আমার কোথায়।
একটা কনফারেন্সে এসেছিলাম।
এই অচেনা শহরে তুমি ছাড়া আর
তেমন কেউ চেনা নেই আমার।

আচ্ছা বর্ষা তুমি কি এখনও আগের মতোই আছো ?
লম্বা বেনুনী, চোখে কাজল, পায়ে রূপার নুপুর ?
শোনো, ছোট চুলে তোমায়
কিন্তু একদম মানায় না।
মনে পড়ে সেই ঈদের দিনের কথা ?
বব্‌কাট চুলে তোমাকে ভালো লাগছে না বলতেই
তুমি কেঁদে বাড়ি চলে গেলে।
জানো আমার চার বছরের মেয়েটা একেবারে
তোমার মতই অভিমানী।
তোমার সংগে ওর অদ্ভুত কিছু মিল আছে,
এমন কি চোখ দু'টোও। আমি ওকে খুব ভাল বুঝতে পারি। ওর মাকে আমি তোমার কথা প্রায়ই বলি। ও হাসে আর বলে,
'মেয়েটা বড্ড বেঁচে গেছে'।

বলোতো আমি কি খুব বেশি এলোমেলো ছিলাম ?
মানে গন্তব্যহীন ছন্নছাড়া ? বর্ষা, আমি বোধ হয় অনেক বদলে গেছি।
বাবা, মা, বন্ধুরা সবাই আমার এই বদলে যাওয়াকে অনেক বেশি ভালোবাসে।
কিন্তু কেমন যেন একটা শূন্যতা আর নীরবতা ছেয়ে আছে আমার চারিপাশে।
এর মাঝেই নিজেকে খুঁজে বেড়াই।
মাঝে মাঝে বুকের ব্যাথাটা বেড়ে ওঠে। সিগারেটটা ছাড়তে পারিনি আজও। তোমার কথাটাই বুঝি সত্যি হবে বর্ষা। হঠাৎ একদিন সব শেষ হয়ে যাবে --- থাক্ সে সব কথা।
জানো, LAX থেকে হোটেলে আসার পথে একজন বাংগালী ক্যাব ড্রাইভারের সাথে পরিচয় হলো। বল্লাম 'বর্ষা' নামের কাউকে চেনেন কি ?
ওই মুহূর্তে তোমার কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছিলো। ভদ্রলোক তোমার স্বামীর নাম জিজ্ঞস করলেন। আমি উনার নামটা জানি তাও বলিনি। কারণ পরক্ষণেই আমার মনে হলো তুমি অনেক সুখে আছো বর্ষা।
ওখানে আমার কি বা প্রয়োজন ?
বর্ষা, তোমার শহরে বড় বেশি বৃষ্টি হয়। সকাল, দুপুর, মাঝ রাতে ..।
এই সাত দিন আমাকে অনেক জ্বালাতন করেছে।
দেশে ফোন করেছিলাম, বলেছি
'বর্ষার সংগে আমার প্রায়ই দেখা হয়।
এ শহরের বর্ষারা এখনও আগের মতই অভিমানী'।

যুক্তরাষ্ট্রে মাতৃভাষার উপর

খালাম্মার খোলা চিঠি

কনকনে শীতে -
হাড্ডির কব্জাগুলি
সব নড়বড়ে হয়ে
গেলোরে বাবা।
ঠান্ডাও পড়েছে।
খুবই ঠান্ডা।
ওরে মারে মা।
ঐ পাহাড়ের উপরে কি সুন্দর স্নো পড়েছে।
দেখেছো ? তোমরা কি দেখেছো ?
এবার একটু সাহিত্যিক হিসেবে লিখার চেষ্টা করলাম, তা আর হলি না। হবি কি করি কও ?
লেখাপড়াতো বেশী না। এই ছোটবেলায় স্কুল পর্যন্তই লেখাপড়া।
তারপর বাপজান বিয়ে দিয়ে দিলো।
সংসার, ছেলেমেয়ে, তাদের বিয়ে, তাদের সংসার এবং নাতি-পুতি।
এইতো হলি জীবনের লম্বা যাত্রা।
তো কথা হচ্ছে কেরে বাবা, কতো আর মিথ্যাবাদী আর চুকলখোরদের দেখবো এই শেষ বয়সে।
কওতো বাবা এ কি ধরণের অপমান ? গত বছর যখন দেখলাম, ঘুষের জন্যে একজন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কেস করেছে তখনতো 'থ' মারি গেলাম। অর্থাৎ এ কি সম্ভব ? একজন এত বড় নেতার মেয়ে। তারপর নিজেও দেশের প্রধান মন্ত্রী। তা কি করি হয়। এই সাত আট মাস পর ঐ বেটা এখন কচ্ছে, আমি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কেস করিনি, কেস করিছি ঐ শেখ সেলিমের বিরুদ্ধে। এতো কথা নড়চড় হয় কে বাবা ? কন্ট্রাকটরের কথা শুনিইতো সরকার তারে জেলের ভিতর রাখিছে।
মিথ্যা প্রমাণ হলি তোমার খবর আছে কন্ট্রাক্টর সাহেব।
ভালো থাকো। মিথ্যা কথা বুলো না।
খালাআম্মা, আয়েশা সিদ্দিকা,
অক্সনার্ড থেকে।

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

একুশ (Ekush) 21 Bangla News-Magaine is published biweekly for the subscription price of $29.00 per six month & $55.00 per year by 21 Newspaper, 13659 Victory Blvd. Suite 376, Van Nuys, CA 91401, USA. Peridicals postage paid at Van Nuys, CA. POSTMASTER: Send address changes to Ekush, P.O.Box 15126, North Hollywood, CA 91615-5126. views and opinions expressed by authors and contributors in articals, letters, oopinion pieces, reports, advertisement, etc. appearing in 21 (Ekush) newsmagazine are their own. The paper neither shares nor endorses them and thus should not be held responsible for the views/opinions of the writers and advertisers. The management has the right to refuse to print any advertisement, news,article, letter or any other material. Incase of any errors in advertisement the management will not be liable for more then the amount paid for the advertisement. Letter to the editor or opinion are welcome to express their opinion in thise columns. Please keep your letter brief and to the point. Letter without full name, compleate address and a daytime phone number will not be published. also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged. Letters can be mailed, or email or faxed at: 13659 Victory Blvd, # 376, Van Nuys, CA 91401, USA, Letter@Ekush.Info Fax: (877) 226 4524. OPINIONS EXPRESSED are those of the writer and do not necessarily reflect those of the Ekush staff. Guest editorials from residents are encouraged, as are letters to the editor. Letters will be published on a space-available basis. It is our intention to publish all letters we receive, except those that are libelous or are unsigned. Preference will be given to those that are faxed to (323) 983 9300 or e-mailed to editor@ekush.info. All letters must include the author's name and telephone number for purposes of verification. Letters also may be mailed to our offices located at 13659 Victory Blvd., Suite 376, Van Nuys, CA 90401. Also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged.All letters and guest editorials are subject to editing for space and content.